যেনতেনভাবে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে

বর্তমানে যেভাবে বাজার চলছে, তা দেখে আমার মনে হয় না দেশে কোনো শেয়ারবাজার আছে। প্রতিদিনই দেখছি ৩০০ কোম্পানির মধ্যে ২৫০ কোম্পানির দামের কোনো হেরফের হয় না। অল্পসংখ্যক শেয়ারের হাতবদল হয়। এ বাজারে ক্রেতারা যেমন স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছেন না, তেমনি বিক্রেতারাও। তাহলে কীভাবে এটা বাজার হয়? বাজার হলে তো সেখানে স্বাভাবিক লেনদেন হওয়ার কথা।

আমার কাছে মনে হচ্ছে, শেয়ারবাজারটা চালাতে হবে, তাই যেনতেন উপায়ে সেটি চালানো হচ্ছে। যার কারণে শেয়ারবাজারের স্বাভাবিক নিয়মনীতির সঙ্গে আমাদের বাজারের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শেয়ারের দাম একটি নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে দেওয়ার কারণে বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার সংকট দেখা দিয়েছে। অনেকে শেয়ার বিক্রি করতে গিয়েও বিক্রি করতে পারছেন না। আবার সম্ভাব্য ক্রেতারা মনে করছেন, এটা আসল দাম নয়। জোর করে বেঁধে দেওয়া দাম। তাই নতুন ক্রেতাও বাজারে আসছেন না। এ কারণে লেনদেন নেমেছে অর্ধশত কোটি টাকায়।

আমি মনে করি, এ লেনদেন কয়েক মাস চললে বাজারসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো বিপদে পড়বে। এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে ব্রোকারেজ হাউস, মার্চেন্ট ব্যাংক, মিউচুয়াল ফান্ড, সম্পদ ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান—কেউই টিকতে পারবে না। অনেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে। সেটি এখনকার চেয়ে আরও খারাপ হবে।

বাজেটে শেয়ারবাজারে কালোটাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাও আবার তিন বছর লক-ইনের (বিক্রি করা যাবে না) শর্তে। প্রথমত, আমি মনে করি না ঘোষণা দিয়ে এ দেশে কালোটাকার মালিকেরা টাকা সাদা করতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কারণ, কোনো কালোটাকা অলস পড়ে নেই। কোনো না কোনোভাবে ওই টাকা বিনিয়োগ করা আছে। তাহলে নতুন করে কর দিয়ে কেন সেই টাকা সাদা করতে আগ্রহী হবেন লোকে? দ্বিতীয়ত শেয়ারবাজারে যে শর্তে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তাতে কোনো বিনিয়োগ আসবে না। ধরা যাক, কারও হাতে ১০০ কোটি কালোটাকা আছে। তিনি ১০ কোটি টাকা কর দিয়ে বাকি ৯০ কোটি টাকা কেন তিন বছরের জন্য বাজারে ফেলে রাখবেন?

https://www.prothomalo.com/economy/article/1662885/%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87

কালোটাকায় মিছে আশা

শেয়ার কিনে বিক্রি না করে ৩ বছর রেখে দেওয়ার শর্তে শেয়ারবাজারে কালোটাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে। মাত্র ১০ শতাংশ কর দিয়ে কোনো কালোটাকার মালিক এ সুবিধা নিলে তাঁকে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষই প্রশ্ন করবে না। সহজ কথায় কালোটাকা সাদা করার সুযোগ বিনা প্রশ্নে।

বাজেটে শেয়ারবাজারের জন্য এটাই কেবল নতুন ঘোষণা। বাকিগুলো সব পুরোনো। মন্দা বাজারে কালোটাকার বিনিয়োগের এ সুবিধাকে এরই মধ্যে স্বাগত জানিয়েছে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) কর্তৃপক্ষ। তবে তিন বছর বিক্রি করা যাবে না—এ শর্ত তুলে নিয়ে বিনা শর্তে এ সুযোগ চান শেয়ারবাজারের মার্চেন্ট ব্যাংকারদের সংগঠন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমবিএ)। বিনা শর্তে শেয়ারবাজারে কালোটাকা বিনিয়োগের সুযোগ চেয়ে অর্থমন্ত্রীর কাছে গতকাল চিঠিও দিয়েছে সংগঠনটি। বাজার ভালো হোক—এ আশা থেকে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অনেকেও আগপিছ না ভেবে বাজেটে দেওয়া এ সুবিধায় সায়ও দিচ্ছেন। তাঁদের একটাই চাওয়া, যেভাবেই হোক প্রাণহীন বাজারে গতি আসুক। কিন্তু আস্থাহীন বাজারে আসলেই কি প্রাণ আনতে পারবে কালোটাকা?

বিশ্লেষকেরা বলছেন, সুযোগ দিলেও শেয়ারবাজারে কালোটাকা আসবে না। কেউ তিন বছরের জন্য এ বাজারে টাকা ফেলে রাখবে, এ সুযোগ নিয়ে তা ভাবাটা বাড়াবাড়ি রকমের বোকামি। আর বর্তমান বাজারে তো লেনদেনই সীমিত, বিনিয়োগ আসবে কী করে। তাঁরা বলছেন, শেয়ারবাজার ঠিক করতে সবার আগে দরকার সুশাসন নিশ্চিত করা আর বিনিয়োগকারীর আস্থা ফেরানো। বাজেটে দুটোর কোনোটি নিয়েই কোনো কথা বলেননি অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

নতুন–পুরোনো সুবিধা মিলিয়ে ‘শেয়ারবাজার উজ্জীবিতকরণের’ কথা বাজেট বক্তব্যে বলেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। বাজেটে অর্থমন্ত্রী যতই শেয়ারবাজার উজ্জীবিত করার কথা বলুন বাজারে তার বাস্তব প্রতিফলন নেই। এ কারণে বাজেট–পরবর্তী প্রথম কার্যদিবসে গতকাল রোববারও দুই বাজার ছিল ঝিমিয়ে পড়া প্রাণহীন। উভয় বাজারে সূচক সামান্য কমেছে।

শেয়ারবাজারের বড় ধরনের পতন ঠেকাতে আগেই বাজারে শেয়ারের সর্বনিম্ন মূল্যস্তর বেঁধে দেওয়া হয়। এ কারণে এখন সূচকের বড় ধরনের পতনের সুযোগ নেই।

তিন বছর বিক্রি করতে পারবে না, এ শর্তে মাত্র ১০ শতাংশ কর দিয়ে শেয়ারবাজারে কালোটাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে বাজেটে।

শেয়ারের সর্বনিম্ন মূল্য বেঁধে দেওয়ায় সাধারণ বিনিয়োগকারীরা কিছুটা স্বস্তিতে থাকলেও বড় বড় বিনিয়োগকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। কারণ, এ বাজারে বড় অঙ্কের শেয়ার কেনাবেচা হচ্ছে না। তাই প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) নেমেছে অর্ধশত কোটি টাকায়। আর অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) গতকাল লেনদেন নেমেছে মাত্র ২ কোটি টাকায়।

এমনিতেই অনেক দিন ধরেই নড়বড়ে শেয়ারবাজার। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে করোনাভাইরাসের আঘাত। এ আঘাত সামলাতে টানা ৬৬ দিন বন্ধ রাখা হয় শেয়ারবাজারের লেনদেন। সরকার সাধারণ ছুটি তুলে নেওয়ার পর ৩১ মে থেকে পুনরায় লেনদেন শুরু হয় বাজারে। লেনদেন শুরুর পর গতকাল পর্যন্ত ঢাকার বাজারের লেনদেন ২০০ কোটি টাকা ছাড়াতে পারেনি। গতকাল এ বাজারে লেনদেনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৪ কোটি টাকা।

বাজেটে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, শেয়ারবাজারকে গতিশীল ও উজ্জীবিত করতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ছয়টি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমটিই শেয়ারবাজারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ বাড়ানো। অর্থাৎ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে শেয়ার কিনিয়ে বাজার উজ্জীবিত করার কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর কথা শুনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে আস্থা রাখবেন তো? প্রশ্নটা থেকেই গেল।

শেয়ারবাজার বিশ্লেষকেরা বারবারই বলে থাকেন, এ বাজারের মূল সংকট আসলে আস্থার। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সেই আস্থায় চিড় ধরিয়েছেন বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সরকারের নীতিনির্ধারক ও স্টক এক্সচেঞ্জের নেতৃত্বে যাঁরা আছেন সবাই মিলে। কারণ, তাঁদেরই ব্যর্থতায় বারবার এ বাজারে এসে প্রতারিত হয়েছেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সরকারের কর্তাব্যক্তিদের আশ্বাসে আস্থা রেখে নিঃস্ব হয়েছেন লাখ লাখ বিনিয়োগকারী।

https://www.prothomalo.com/economy/article/1662886/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%BE

Stocks extend losses as budget fails to cheer up investors

Stocks extended the losing streak for the second straight session on Monday as the proposed budget failed to meet investors' expectations.

The growing tension over the Covid-19 pandemic and floor price mechanism also kept the investors worried.

DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, went down by 5.91 points, or 0.15 per cent, to close at 3,958.

The DSE core index has been hovering at 3,955 and 3,968 points for the last few sessions as most of the investors are reluctant to make any fresh investment in stocks amid the worsening situation of the deadly virus.

Analysts said the budget proposed to allow investing undisclosed money in other wed to invest undisclosed money in the stock market, similar opportunity has also been proposed for some other liquid assets, making capital market investment less attractive.

Analysts said the budget failed to meet investors' expectation as it proposed to allow investing undisclosed money in some other liquid assets, as well as in the stock market, making capital market investment less attractive.

The reduced gap between corporate tax for listed and non-listed companies will also put further stress on securities regulator's steps to attract profitable business to become listed in the capital market, they added.

Turnover has remained below a Tk 1.0 billion-mark to Tk 615 million, a 14 per cent higher than the previous day, as investors are not showing any enthusiasm about buying shares due to the worsening Covid-19 pandemic.

The floor prices rule, coupled with the depressed market outlook, resulted in poor market participation, said a merchant banker.

Most of the shares remained stuck at the trading floor.

Of the issues traded, 221 remained unchanged while only 07 issues advanced and 34 declined on the DSE trading floor.

DS30 index, comprising blue chips, also fell 4.25 points to finish at 1,324 and DSE Shariah Index lost 1.94 points to close at 917.

A total number of 12,808 trades were executed in the day's trading session with trading volume of 28.74 million shares and mutual fund units.

The market-cap of the DSE also inched down to Tk 3,102 billion, from Tk 3,105 billion in the previous session.

Beximco Pharma topped the turnover chart with shares worth Tk 82 million changing hands, followed by Linde Bangladesh, National Bank, Central Pharma and Bangladesh Submarine Cable Company.

Vanguard AML Rupali bank Balanced Fund was the day's best performer, posting a gain of 2.22 per cent, while Beximco Synthetics was the worst loser, losing 5.55 per cent.

Chittagong Stock Exchange edged lower with its All Shares Price Index (CASPI) losing 21 points to close at 11,238 and the Selective Categories Index (CSCX) shedding 13 points to finish at 6,808.

Of the issues traded, 11 gained, 22 declined and 53 remained unchanged on the CSE.

The port city bourse traded 2.48 million shares and mutual fund units worth Tk 107 million in turnover.

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-extend-losses-as-budget-fails-to-cheer-up-investors-1592213481

Meghna Petroleum's net profit drops 8.58pc in nine months

Meghna Petroleum's net profit after tax fell 8.58 per cent year-on-year in nine months for July, 2019 to March, 2020.

The board of directors of the state-run company in a meeting held on Monday approved the provisional and un-audited financial statements for the third quarter ended on March 31, 2020.

As per the disclosure, the company's net profit after tax stood at Tk 2.13 billion for July, 2019 to March, 2020, which was Tk 2.33 billion in the same period of the previous year.

The company's earnings per share (EPS) stood at Tk 19.72 for July, 2019 to March, 2020, as against Tk 21.53 in the same period of the previous year.

In three months, for January to March 2020, its net profit after tax stood at Tk 646.14 million which was Tk 639.32 million in the same quarter last year.

Its EPS stood at Tk 5.97 for January to March 2020, as against Tk 5.91 in the same period of the previous year.

The net asset value (NAV) per share was Tk 154.02 as on March 31, 2020 which was Tk 120.73 as on March 31, 2019.

The company's net operating cash flow per share was Tk 37.11 for July, 2019 to March, 2020, as against Tk 35.16 in the same period of the previous year.

Each share of the company, which was listed on the Dhaka Stock Exchange in 2007, closed at Tk 157.800 on Monday.

Its share traded between Tk 119 and Tk 206.90 in the last one year.

The company disbursed 150 per cent cash dividend for the year ended on June 30, 2019.

The company's paid-up capital is Tk 1.08 billion and authorised capital is Tk 4.0 billion, while the total number of securities is 108.21 million.

The government owns 58.67 per cent stake in the company, while the institutional investors own 30.05 per cent, foreign investors 0.81 per cent and the general public 10.47 per cent as on February 29, 2020, the DSE data showed.

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/meghna-petroleums-net-profit-drops-858pc-in-nine-months-1592284312

পুঁজিবাজারে আসতে নিরুৎসাহিত হওয়ার আশঙ্কা

আসন্ন ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানির মধ্যকার কর ব্যবধান বিদ্যমান ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে সাড়ে ৭ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। অথচ পুঁজিবাজারে কোম্পানিগুলোকে তালিকাভুক্তিতে উৎসাহিত করতে প্রতি বছরের বাজেট প্রস্তাবে স্টেকহোল্ডাররা তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানির মধ্যে করের ব্যবধান বাড়ানোর কথা বলে থাকেন। সেখানে এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে এ ব্যবধান কমানোর কারণে ভবিষ্যতে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো আরো বেশি নিরুৎসাহিত হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রস্তাবিত বাজেটে অতালিকাভুক্ত কোম্পানির করপোরেট করের বিষয়ে বলা হয়েছে, বর্তমানে ব্যাংক, লিজিং কোম্পানি, বীমাসহ সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মোবাইল ফোন কোম্পানি এবং সিগারেট প্রস্তুতকারী কোম্পানি ব্যতীত পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে করপোরেট করের হার ২৫ শতাংশ। আর পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানির করপোরেট করের হার ৩৫ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেটে এটি কমিয়ে সাড়ে ৩২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাজেট প্রস্তাবে অর্থমন্ত্রী পুঁজিবাজারে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ দেয়ার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে ১০ শতাংশ কর পরিশোধ করে পুঁজিবাজারে তিন বছরের জন্য এ অর্থ বিনিয়োগ করা হলে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ সরকারের অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না। এ বছরের ১ জুলাই থেকে আগামী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতারা পুঁজিবাজারে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন।

তাছাড়া পুঁজিবাজার ছাড়াও ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতারা তাদের আয়কর রিটার্নে অপ্রদর্শিত জমি, বিল্ডিং, ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্টের প্রতি বর্গমিটারের ওপর নির্দিষ্ট হারে এবং নগদ অর্থ, ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ, সঞ্চয়পত্র, শেয়ার, বন্ড বা অন্য কোনো সিকিউরিটিজের ওপর ১০ শতাংশ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে তা আয়কর রিটার্নে দেখাতে পারবেন। এক্ষেত্রে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ সরকারের অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না। ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতারা এ বছরের ১ জুলাই থেকে আগামী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত এ সুযোগ পাবেন।

দেশের বন্ড মার্কেটকে শক্তিশালী করার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বন্ডের সুদ ও বাট্টার ওপর উৎসে কর এবং লেনদেন মূল্যের ওপর উৎসে কর সমন্বয়ের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। এর ফলে পুঁজিবাজারে বন্ডের লেনদেন বাড়বে বলে মনে করছেন তিনি। বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেন, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে একটি শক্তিশালী বন্ড মার্কেট বিকাশের জন্য আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। দেশে বন্ড মার্কেট বিকশিত হলে সরকারি ও বেসরকারি খাতের বড় প্রকল্পে অর্থায়নের নতুন ক্ষেত্র ও সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে সরকারি ও বেসরকারি খাতে অর্থায়ন ব্যয় কমবে বলে আশা করা যায়। বিশেষ করে এর ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যালান্সশিটের অসামঞ্জস্য অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি সম্পদের বিপরীতে স্বল্পমেয়াদি দায়জনিত অসুবিধা লাঘব হবে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগকারীদের কাছে বন্ড মার্কেটকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য অর্থমন্ত্রী বন্ডের সুদ ও বাট্টার ওপর বিদ্যমান আগাম উৎসে কর কর্তনের বিধান রহিত করে সুদ ও বাট্টা পরিশোধ করার সময় উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করেছেন। তাছাড়া বন্ড লেনদেনের জন্য বর্তমান বিধান অনুসারে লেনদেন মূল্যের ওপর উৎসে কর কর্তনের পরিবর্তে লেনদেনের জন্য পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নির্ধারিত কমিশনের ওপর উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটের প্রতিক্রিয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি অধ্যাপক ড. আবু আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবিসহ সবাই যেখানে কভিড-১৯-এর প্রভাবে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমার কথা বলছে সেখানে অর্থমন্ত্রী কীভাবে ৮ দশমিক ২ শতাংশ

জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশা করছেন, সেটি আমার বোধগম্য নয়। এমনিতেই পুঁজিবাজারে কোম্পানিগুলো আসতে চায় না। এখন যদি অতালিকাভুক্ত কোম্পানি ও তালিকাভুক্ত কোম্পানির করের ব্যবধান আরো কমিয়ে দেয়া হয় তাহলে আরো আসবে না। কয়েক বছর ধরেই অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ দিয়ে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। প্রস্তাবিত বাজেটে পুঁজিবাজারের পাশাপাশি ব্যাংক আমানত ও সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এর ফলে ব্যাংক ও সঞ্চয়পত্রের মতো নিরাপদ বিনিয়োগ রেখে কেউ ঝুঁকি নিয়ে পুঁজিবাজারে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে বলে আমার মনে হয় না। সর্বোপরি এবারের বাজেট নিয়ে আমি হতাশ।

পুঁজিবাজারসংশ্লিষ্টরা এবারের বাজেটে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ দেয়ার কথা বললেও যেভাবে ঢালাওভাবে সব খাতে বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাতে পুঁজিবাজার উপকৃত হবে না বলে মনে করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী জানান, জমি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্টের পাশাপাশি পুঁজিবাজারে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ দেয়া হবে এটি আমাদের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে ব্যাংক আমানত ও সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের সুযোগ দেয়ার ফলে এখন আর কেউ ঝুঁকি নিয়ে তিন বছরের জন্য পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে আসবে না।

https://bonikbarta.net/home/news_description/232271/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E2%80%8C%E0%A6%A4%E2%80%8C%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE

Stocks fall for 2nd day after budget

Dhaka stocks fell again on Monday as the proposed national budget failed to boost the investors' confidence hit by the worsening COVID-19 pandemic situation in the country.

The Bangladesh Securities and Exchange Commission-introduced ceiling on share price fall to check free fall on the market also kept investors muted, market operators said.

DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, shed 0.14 per cent, or 5.91 points, to close at 3,958.36 points on the day after losing 3.02 points in the previous session.

Before losing in the last couple of days, the key index had gained just 11.5 points in three sessions.

Market operators said that the proposed budget ignored the stock market as it proposed almost nothing for the market development considering the pandemic situation in the country.

Finance minister AHM Mustafa Kamal on June 11 placed the proposed budget for the financial year 2020-21 before parliament.

The proposed budget has allowed investment of undisclosed money in the stock market on condition that the investments would be put on a three-year lock-in.

But, investments of such money in the other financial schemes would not face such condition that may channel the funds to the other schemes, stockbrokers said.

The Bangladesh Merchant Bankers Association has requested the government to review some stock market-related provisions with cancelling the condition of a three-year lock-in for investments of undisclosed money in the market and widening the corporate tax rate between the listed and the non-listed companies before finalising the national budget.

It urged the government to reduce corporate tax for the listed companies to 20 per cent from existing 25 per cent. The proposed budget cut the corporate tax on the non-listed companies.

The worsening COVID-19 situation has pushed the government to put some worst hit areas on lockdown again.

Sylhet city's former mayor and ruling Awami League's executive committee member Badar Uddin Ahmed Kamran died of COVID-19 early Monday.

State minister for religious affairs Sheikh M Abdullah, who died on Saturday, was also tested COVID-19 positive.

The coronavirus infection cases reached 90,619 and death toll 1,209 on Monday.

The pandemic would severely damage almost every sector in the country.

The stock market has been in the doldrums even a year before the coronavirus outbreak began in the country, but the government failed to take any effective measures to lift the market.

The COVID-19 has added salt to the wounds and dragged down the market to a seven-and-a-half-year low on March 16 that forced the market regulator to introduce floor price mechanism to arrest further fall.

The system, however, reduced the fund flow on the market and stuck share prices of more than two-thirds of the companies at floor prices as investors do not have any appetite left for buying shares even at the lowest possible prices under the system.

Market experts said that investors needed instant inducement and stimulus to cheer up them in the pandemic time, but they were yet to receive anything of that sort. The government has been pushing the schedule banks to increase investment in the market, but the banks are showing no interest in it, they said.

UCB Capital Management in its daily market commentary said, 'Uncertainty over the COVID-19 pandemic, imposition of floor price, drop in internal consumption and pressure on balance of payment are keeping investors on the sideline.'

Of the 264 scrips traded on the DSE on Monday, 34 declined, seven advanced and 221 remained unchanged. The turnover increased to Tk 61.54 crore on Monday compared with that of Tk 53.88 crore in the previous trading session.

DSE blue-chip index DS30 lost 0.32 per cent, or 4.25 points, to close at 1,324.77 points on Monday.

Shariah index DSES declined by 0.21 per cent, or 1.94 points, to end at 917.62 points.

Beximco Pharmaceuticals led the turnover chart with its shares worth Tk 8.2 crore changing hands on the day.

Linde Bangladesh, National Bank, Central Pharmaceuticals, Bangladesh Submarine Cable Company, Jamuna Bank, Exim Bank, Indo-Bangla Pharmaceuticals, ReckittBenckiser and Shahjibazar Power Company were the other turnover leaders.

https://www.newagebd.net/article/108493/stocks-fall-for-2nd-day-after-budget

মঙ্গলবার ৪ কোম্পানির পর্ষদ সভা

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৪ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানিগুলো সভায়, ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ সমাপ্ত সময়ের নীরিক্ষিত এবং ৩১ মার্চ, ২০২০ সমাপ্ত সময়ের অনীরিক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রকাশ করা হবে।

ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

কোম্পানিগুলো হচ্ছে-

জাহিনটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পর্ষদ সভা ১৬ জুন, বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে।

যমুনা ব্যাংক লিমিটেডের পর্ষদ সভা ১৬ জুন, বিকাল সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে।

ইস্টার্ন লুব্রিক্যান্টস লিমিটেডের পর্ষদ সভা ১৬ জুন, বিকাল ২টায় অনুষ্ঠিত হবে।

রেনউইক যজ্ঞেশ্বর লিমিটেডের পর্ষদ সভা ১৬ জুন, দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হবে।

http://www.arthosuchak.com/archives/588517/%e0%a6%ae%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0
%a6%b2%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a7%aa-
%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e
0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d/